International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 724-730
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss. v11.i4.101

ত্রিপুরার তরুণ কবি অনিন্দিতা চক্রবর্তী ও সম্রাট শীলের কবিতায় সময়ের অভিঘাত

শান্তনু ভট্টাচার্য
স্বাধীন গবেষক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, গভ. ডিগ্রি কলেজ, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত

Received: 21.07.2025; Accepted: 31.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the evolving poetic landscape of Tripura, two remarkable young voices have emerged – poet Anindita Chakraborty and poet Samrat Shil. Their poetry carries the flavor of a new generation's expression, yet remains deeply rooted in personal interpretation and nurtured aesthetics. Both have shaped poetry on their own terms, crafting a space that is at once intimate and resonant with wider socio-cultural currents. The path taken by the current generation of Tripura's poets – intense, unfiltered, and unapologetically honest – is vividly reflected in their works. But the essence lies deeper: the ability to fuse life-experience (যাপনবোধ) with artistic construction is not easily attainable. It demands a profound immersion into the texture of living itself – something that both Anindita and Samrat have achieved with striking clarity. Their poetry is imbued with a literary consciousness shaped by sensitivity and intention. We find in their work a sense of rootedness – in regional dialects, in unique word choices, and in an unconventional portrayal of love. Equally present are layers of resistance, whether political or deeply personal. Yet, their poetic idioms are distinctly different. Anindita and Samrat write in separate registers, each carrying a singular stylistic signature. However, they converge at one crucial point – their refined artistic sensibility and poetic craftsmanship. Their works are not just written texts; they are lived experiences distilled into art.

Keywords: Tripura, Life-experience, regional dialects, Poetry, Feminisim.

১

সময়ের প্রেক্ষিতে ত্রিপুরার সাহিত্য যতটুকু এগিয়ে গেছে তার পেছনে অবশ্যই কবিতা একটা বড় স্থান জুড়ে রয়েছে। সেই কবিতা আমাদেরকে ভাবায় সময়ের কথা। এবং সবথেকে বড় কথা এই বিষয়টি যাদের কলমে সবথেকে বেশি ধরা পরে তারা হল তরুণ প্রজন্ম। সময়ের পালসকে তারা খুব ভালোভাবে বুঝে এবং নিজের যাপনবোধকে কাজে লাগিয়ে নির্মাণ করে শিল্প সত্তা। এরকমই দুই উল্লেখযোগ্য উদীয়মান কবি হলেন কবি সম্রাট শীল ও কবি অনিন্দিতা চক্রবর্তী। কবি সম্রাট শীল এর জন্ম ২০০০ সালের ১৭ই নভেম্বর উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের পূর্ব রাধাপুর গ্রামে। আর কবি অনিন্দিতা চক্রবর্তীর জন্ম ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৭ সালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। স্বাভাবিক কারণে সেই শহর ও জেলার একটা ধারাবাহিক প্রভাব তাদের লেখায় রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের এই অঞ্চলের সাহিত্যধারায় কবিতা একটা বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে সেই শুরু থেকেই। যার জন্য আমরা এই ধারাবাহিকতা আজও বয়ে চলতে দেখি। তবে যুক্তিকতা, আধুনিকতা, মনন ও শৈল্পিক দক্ষতায় সময়কে জারিত করে সৃষ্টির বীজ তৈরি করতে সবাই সক্ষম হয় না। এই জায়গায় যে তরুণরা এখন রাজ্যের মধ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক দুটি নাম কবি অনিন্দিতা চক্রবর্তী ও সম্রাট শীল। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁদের দুটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২

সময় সম্বন্ধে মানব অনুভুতি সঞ্জায়িত (intuitive) এবং সহজাত (innate) কিন্তু তা প্রত্যক্ষ নয়। সময় অদৃশ্য কিন্তু নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণ ও ঘটনার সঙ্গে দেশ ও কালের মাত্রাগত সম্পর্ক সৃষ্টিশীল কবি সাহিত্যিকদের সব সময় ভাবায়। দেশ ও কালকে ঘটনার সূচকে ব্যাখ্যা করে উত্তর-আধুনিক কবিরা কালের অনন্ততা ধরার প্রয়াস করেন। কালের এই এই অমোঘ চেহারা কবিতার বিষয়, প্রকরণ, প্রকাশরীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রকটিত হয়ে ওঠে। আমাদের আলোচ্য ত্রিপুরার ধর্মনগরের তরুণ কবি অনিন্দিতা চক্রবর্তীর কবিতার দিকে চোখ ফেরালে সময়ের সেই অভিঘাত ধরা পড়ে সাবলীলভাবে। কবি উচ্চারণ করেন—

"এই আমার পুরুষ জন্ম এবং পতনকালে মৃত্যু,
নারী জন্ম হলে পৃথিবীতে নামবে
হিমবাহ সিঞ্চিত জলধারা।"[১]

নারীসত্তা অতিক্রম করে পুরুষ হিসেবে নিজেকে কল্পনার মধ্য ধূমায়িত হয়ে ওঠে প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর এক প্রতিস্ফর্ধা। তাই তাঁর কবিতার বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই বহু চর্চিত, অবশ্যই একটু বিতর্কিত। তাঁর বিষফোঁড়ার কথা তথা 'ডাল ভাত আমাকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শেখায়' কাব্যটির মূল প্রতিবাদ্য বক্তব্য বিতর্ককে উস্কে দেয়। সময়ের অন্তহীন স্থবিরতা ও চঞ্চলতা একসঙ্গে অনন্ত সীমারেখায় চিত্রিত হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার দেহে। যার দেহে এই ফোঁড়া তিনি অনিন্দিতা। কবি অনিন্দিতা চক্রবর্তী। যাপনবোধের লেখা। নিজেকে জাড়িত করে ফুটে ওঠে কবিতা। বলা ভালো আগুনের গোলা। অনিন্দিতা যে ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেন তা এক আশ্চর্য সৃষ্টি। যেমন ধরা যাক—

"আমি চেষ্টা করেও কোনদিন আকণ্ঠ জল পান করতে পারিনি"[২]

গোটা বই জুড়ে প্রতিফলিত নারীর জীবনবোধ ও প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি। অবশ্যই ফ্যামিনিজাম। কিন্তু পুরুষ সত্তাকে আঘাত করা নয়। পুরুষ হয়ে ওঠার সামাজিক হিজেমনি। কবি বলেন—

"প্রতিটি নারীর অশ্রুগ্রন্থির ভিতর একটি পুরুষ ঘুমিয়ে আছে"[৩]

এখানে পুরোটাই প্রেম। যে প্রেম তার গভীরতাকে তুলে ধরে। যার ফলেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আসে। জীবনবোধ থেকে আসে। যাপন থেকে। বইটির প্রথমে নাম দেখে যে চঞ্চলতা তৈরি হয়েছিল পাঠকমনে তার ইতিবৃত্ত টানতে হয়। 'ডাল ভাত আমাকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শেখায়' কবিতাটির কয়েকটি স্তবক বা লাইন আগে তুলে ধরা যাক—

"সন্ধ্যারতির পর লাল শাড়ি পরে পালিয়ে যায় বিধবা,
চায়ের গন্ধে মাথা নুয়ে পড়ে আর
মদ মেরুদণ্ডকে সজাগ রাখে!"[৪]

এটাই তো বাস্তব আপনার আমার চারপাশের ঘটনা। যা আপনি আমি বলি না। বলতে পারিনা। অনিন্দিতা পারেন—

"পুরুষ রুদ্ধদ্বারে ভালোবাসা খোঁজে আর খোলা দ্বারে
জমতে থাকে পাপ,"[৫]

আপনার আমার মেইল ইগোর কথা। পৌরুষের কথা। বন্ধ ঘরের যৌনতা ও প্রেমের কথা, দরজা খুলে পাড়া মাথায় তুলে চেঁচিয়ে নিজের স্ত্রীকে ঠেঙানোর কথা। একদম গ্রাউন্ড জিরো পয়েন্ট থেকে। কবিতাটি বা শিরোনামটি মার্কসবাদ, হাংরিবাদ, নারীবাদ কোনটাই নয়। আসলে দর্শনবাদ। জীবন দর্শন 'পতিতালয়ে বসে আমি শ্রেষ্ঠ দর্শনবেত্তার মুখ দেখেছি'। কি সুন্দর একটি ব্যাখ্যা। এইসব কথা বলতে গেলে অনেক ম্যাচুরিটির দরকার। কবি একদিনে তা বলেননি তিলে তিলে তৈরি করেছেন নিজের কবিতার জগৎ। তাই কবি বলেন—

"আয়ু গিলতে গিলতে বুঝেছি যারা আমেন তারাই আতেন
অতঃপর ডালভাত আমাকে
দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শেখায়।"[৬]

দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো একটা কবিতা। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রতিটা ঘরের কথা। সংসারের কথা, সমাজের কথা। সর্বোপরি সময়ের কথা। সময় প্রেম ছাড়া হয়না। কেমন প্রেম? কবি যেভাবে বলেন; সেই ভাবে যেখানে ভুল হয় আমাদের সবার—

"প্রথম ভুল, তোমার প্রেমিকার হৃদয়
ভুল জায়গায় প্রতিস্থাপন করেছিলাম,
দ্বিতীয় ভুল
তুমি তার যোনিটি অক্ষত রেখেছিলে"[৭]

তবুও প্রতিবার বীণা বাজায় শরৎ—

"শরৎ দেহটিকে বীণার মতো বাজিয়ে চলে যাওয়ার পর
শীত ছাড়া আসতে চায়নি কেউ।
এই ভূতগ্রস্ত বাড়িতে রাত হলে ভয়ে হলুদ হয়ে যায় চাঁদ,"[৮]

প্রেমের নৈবেদ্য তাই যৌনতায় রক্ত চায় 'দেবীর পাঁশুটে ঠোঁট কাঁপতে থাকে, পূজাবেদীতে/লেগে যায় আরাধ্যার রক্ত'। তাই 'ভোরের চা গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙে দেয় এমন রাত'। কবি ভালবাসাকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। নারী ও জমি একই ধারায় প্রবাহিত। উর্বরতা দুই জায়গায় রয়েছে। সেই উর্বরতায় তা দিয়ে কবি বলেন—

"আমার ভেজানো দরোজার ওপারে সে
একসমুদ্র আশা রেখে গেছে,
বীজ ধানের ঋতুতে সে রোপণ করে গেছে জরায়ু।

মেঘলা সকালের স্তনে
আলোর বোঁটা রেখে দিয়ে
আজ সে হেঁটে এসেছে দীর্ঘপথ,"[৯]

কবি স্থানিকতাকে বাদ দেননি বারবার ধরা দিয়েছে নিজস্ব জায়গার কথা। প্রিয় শহর ধর্মনগরের কথা আবার কোথাও দিগলবাকের কথা। কবি এত সহজভাবে নিজের যাপনকে তুলে ধরেন তার কয়েকটি উদাহরণ টানা যাক 'আকাশের কোণ কালো হয়ে ওঠে' কবিতায় কবি লিখছেন—

"শেষ বারের মতো তাকালাম, মানুষের চোখ জ্বলছে
ঠান্ডা মিশরীয় মূর্তির মতো,
আমাজন উপত্যকার ফিয়াল ধ্বনি যেন চোখাচোখি,
মুখোমুখি আমার উঠানে।"[১০]

আবার 'এ্যফ্রোডাইট' কবিতায়—

"তোমার গলার কেন্দ্রে যে প্রমত্ত অথচ প্রচ্ছন্ন মারিয়ানা খাত আছে
তার অনন্ত অবগাহনে আমি নীল সলিলের ধ্যানহংস হব।...
.....
আরো অনেক নিদ্রা ও জাগরণশেষে তোমার
কার্তিকসন্ধ্যার মত ঠোঁটে"[১১]

কি অসাধারণ শব্দ ও তার গভীরতা। ভাবতে বাধ্য করে স্তব্ধ করে দেয় সময়। আসলে এটাই জীবনবোধ। নিজেকে মন্থন করে কিছু একটা বের করে আনার প্রচেষ্টা। যার ফলে তৈরি হয় 'শঙ্খবিহীন সন্ধ্যায়'। কবিতাটি পড়ে আমাদের মনে পড়ে কবি তমাল শেখর দে'র লেখা কবিতা 'শঙ্খলাগা মুহূর্ত' এর কথা। অবশ্য চিন্তাধারা ও ব্যক্তি দুই ক্ষেত্রে আলাদা। এখানেই অনিন্দিতার চেতন ক্ষমতা ধরা পড়ে,

"এক শঙ্খবিহীন সন্ধ্যায় দেখা হল দুজনের,
বিকেলের কোলে চুপচাপ মুখ গুজে দিয়েছে যে বৃষ্টিধোয়া ঘাট
ঠিক তেমনি দুজনের দুই জোড়া চোখ।"[১২]

কবি নিজেকে 'দ্বিখন্ডিত' করেছেন যাপন বোধে। তাই তিনি বলতে পারেন—

"এই বিষ প্রপিতামহীকে বাউল বানিয়েছিল

পিতামহকে উদার মদ্যপ
আর আমাকে দ্বিখন্ডিত কবি।"[১৩]

কি অসাধারণ বোধ নিজেকে এতটুকু বুঝতে পারা চারটি খানি কথা নয়। তবুও এই সাহসী মেয়ে ভয় পায়। যা বলে যায় কথায়। সৃষ্টি হয় নতুন অধ্যায়ের। নিজের জাস্টিফিকেশনের কথা। চিৎকার করে চেঁচিয়ে নয় কলম দিয়ে কথা। এই ভয় কবিতায় ফুটে ওঠে—

"ধোঁয়া ওঠা গরম জলের ডেগ
তার কি কোনো অতীত ছিল,
হয়তো তার পেটের নিচের জমাট বাঁধা কালিতে
ঘুমিয়ে আছে কেউ,.....
নেহাত মেয়ে নয় বলে,
নইলে ডাক্তারের প্রথম প্রশ্নে,
মেয়েরা ভয়ে যেমন সিঁটিয়ে উঠে"[১৪]

একটা বিষাক্ত স্পর্ধার নাম অনিন্দিতা। কবি অনিন্দিতা চক্রবর্তী। অন্তত এই বই আমাদের তাই বলে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চিৎকার করে বলে 'আমি টানতে টানতে হাত দুটোকে/ মাটি থেকে আকাশ বরাবর ফাঁক করেছি,' তাই 'এবার পালা যন্ত্রের হুক খুলে ফেলার,/ ভিক্টিম যন্ত্র কুমারীর/ মতো গোঙায়,'। এতসব হওয়ার পর কবি জন্মান্তর ধরে দেখে যান এই রোদ/ রোজ খেলা করে আমার পায়ের ফাঁকে' তাই কবি এত সহজেই বলতে পারেন 'দু- পায়ের সন্ধি বেয়ে আমার অন্য কিছু নামে'।

৩

বারবার উৎসবের মতো পাল্টে যাওয়া কবির যাপন বোধ থেকে উঠে আসে ত্রিপুরার ধর্মনগরের তরুণ কবি সম্রাট শীলের কবিতা। কবিতা তাঁর জীবনবোধের রসদ। অনুভূতির জারিত রসে সিঞ্চিত তাঁর কাব্যের এক একটি ছত্র। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জাত মানবজীবনের যথার্থ সত্য-সুন্দর প্রেমের বোধ তাঁকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা যুগিয়েছে। যা অনায়াসে ভাষা পায় কবির লেখায়—

"আলো নিভিয়ে দিয়ে
ঠিক কতখানি মাড়িয়ে
যেতে পারো জাফরানের
নাভিতে চকচক করা
মৌমাছির প্রিয় রং..."[১৫]

আস্ত একটি যাপনবোধ থেকে লিখেছেন সম্রাট। না হলে এইভাবে শব্দ বন্ধ আসতে পারে না। আলো নিভানো থেকে নাভিতে মৌমাছির প্রিয় রং এর চকচক করা ব্যক্তিগত যাপন থেকে সার্বজনীন একটি বিষয়। যা সচরাচর কেউ এইরকম ভাবে তুলে ধরে না। এবারে আরেকটি কবিতায় চলি—

"... হারিকেনের ড্রয়িং রুম
ছড়িয়ে ছিটিয়ে উড়ে যায়...
ন্যাপথালিনের ঝাঁজ
আফিমের কামুক গন্ধ"[১৬]

প্রমের অনুভূতিকে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির রসায়নে জারিত করে প্রকাশ করেছেন কবি। নেশা, যৌনতা, হারিকেনের ড্রয়িং রুম... এইসব স্বাভাবিক বিষয় তাই না! না সবার সঙ্গে এই জিনিসটা ঘটে না। যদি ঘটতো তাহলে আপনি আমি ন্যাপথালিনের ভাঁজ থেকে এই জিনিসটি খুঁজে পেতাম না। এটাই সম্রাট। তাঁর কবিতার একটা আলাদা চমক ও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রয়েছে। সেই কারণেই সম্রাট বলতে পারেন—

"যেখানেই গুম হয়ে যায়
ছাতিমের গন্ধ,

এস্রাজের মাতলামো সুর
কিংবা কাপের..."[১৭]

এই কবিতাটির স্বর ও স্বাদ একটু আলাদা। হ্যাঁ অন্যরাও লিখেন। কিন্তু সম্রাট সেই জায়গায় একান্ত নিজস্ব জীবনবোধ থেকে লিখেন। যা ব্যক্তিচেতনাকে প্রভাবিত করে। তাই কবিতাগুলো আপনার আমার খুব পরিচিত। সমগ্র বইতে সম্রাটকে পাওয়া যায় প্রেমিক কবি হিসেবে। সেই প্রেম এক এক রূপে ধরা দিয়েছে। যেমনটা ধরুন—

"এই অসমাপ্ত শরীরের বাতাবরণ
নিস্তেজ করে সমস্ত কোরিওগ্রাফি
প্লেটের বুক খুব লেগে যায়
মেরু অঞ্চলের লাইফস্টাইল
ত্বকের শেষ স্তর হয়ে চুষে
পড়ে শুধু অবেলার
ঘোলা জল!"[১৮]

এই প্রেম বিভিন্ন সময় তার রূপ বদলায়। কোথাও প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রেম। একটা বিরহবোধ ও ভালোবাসা। ওই যে গান গেয়ে বলে ওঠেন নচিকেতা 'তুমি আসবে বলেই আকাশ মেঘলা/ বৃষ্টি এখনো হয়নি'। আর আমাদের সম্রাট বলে—

"ভালোবাসা এখন ধমকের মতো শোনায়,
তুমি ধমক শুনে আবারও বেরিয়ে যাবে"[১৯]

কবির প্রেম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে স্টেশনে। স্টেশন চত্বরে সেই ভালোবাসা আলাদা মাত্র পায়। তাই কবি বলেন—

"সেদিনের হাসিতে
প্ল্যাটফর্মের আকাশ জুড়ে
রঙিন আলো ছেয়ে গেছে
... শুধু ফুল বিক্রেতাদের ভিড়
স্টেশন চত্বর জুড়ে"[২০]

একজন খাঁটি প্রেমিকের মতো জগতের রূপ-রস-গন্ধ কবি উপলব্ধি করেছেন তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ বস্তু বা ঘটনার মধ্যে। প্রেমিক সত্তার অপরূপ প্রকাশ লক্ষ করা যায় উল্লেখিত পঙক্তিগুলিতে। খাঁটি প্রেমিক না হলে স্টেশন প্রেম ও ফুলের সম্বন্ধ নিয়ে এমন কবিতা লেখা সম্ভব নয়। যাই হোক এসব গোপন কথা, তাই না। ভাবলাম এগুলো ফাঁস করবো না। কিন্তু কবি নিজেই বলছেন 'সংগোপন' কবিতায়—

"শব্দের আড়ত
মৈথুনের ছিদ্র উপত্যকা
আর আমার গেটের পাশে
কামিনীর ছাতার সংগোপন!"[২১]

সম্রাট শুধু এক ধরনের বা ফর্মের কবিতা লিখে তা কিন্তু নয়। একাধিক বিষয়ে তাঁর বইয়ে পাওয়া যায়। যদিও কবিতাকে বিষয় নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখাই শ্রেয়। তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক প্রভাব কিছুটা কম এসেছে। বেশিরভাগ কবিতা প্রেম ও ব্যক্তি জীবনকে নিয়ে। কিছুটা সামাজিক বিষয়ও রয়েছে। যেমন—

"এবার নামিয়ে রাখো বাঁশের মাচা
অবলীলাক্রমে পাল্টে গেছে
অপরাজিতার ফিরে তাকানো
যে বলায় তুমি ভেঙচি কেটেছো
সে বেলায় হারিয়ে গেছে
ডাহুকের সমাবেশ, চিমনি ঘেরা
সস্তা চাদরে ছিপছিপে ঘুমের গন্ধ!"[২২]

এই ধরনের আরেকটি কবিতা হল 'আমি এক গোটা রাত'। কবিতাটি এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য কবিতা—

"আমি এক গোটা রাত,
বাঁদুড়ের ঠোকর খেতে খেতে
ইচ্ছে হয়, ফজরের নামাজ শুনে
কোন এক মসজিদের পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ি..."[২৩]

সময়ের চোরা স্রোত ধর্মের ধ্বজাকে তলিয়ে দিয়ে অন্ধকার ভেদ করে কীভাবে সম্প্রীতির বীজ ছড়িয়ে দেয় নিঃস্পৃহভাবে কবিতায় সেই বাণী উচ্চারিত হয়। অন্য একটি কবিতায় সাধারণ পারিবারিক বিষয়ের জীবন ও মৃত্যুকে ছুঁয়ে দেখার গভীরতা প্রকাশ পায়—

"একটি তুলসীর চারা লাগিয়ে
কদিন পরিচর্যা করেও
ঠিক পুষ্ঠভাবে সেজে ওঠেনি,
এদিকে আমার দাদুর শ্মশানে
রেখে আসা তুলসীর চারা
ভীষণ ডালপালা ছড়িয়েছে,
সুন্দর দেখতে
তাই প্রতিদিন জানালা দিয়ে
দেখে ভাবি, অধিক পরিচর্যায়
এখন মানুষ বুঝি এমন!"[২৪]

বইয়ের প্রায় শেষে এসে আমরা পাই কবি সম্রাটের গ্রিনরুম —

"তুমি হারিয়েছো চোখের স্থায়িত্ব
পাউরুটির পোরো চামড়ার বিলাসিতা"[২৫]
অথবা
"তুলসীতলার সন্ধ্যাপ্রদীপ
আজ তোমার কথা বলে,"[২৬]
অথবা
"বাইশ নভেম্বরের গোটা বৈচিত্র্য
পেন্ডুলামের গ্রিনরুম"[২৭]

সম্রাটের কবিসত্তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য স্থানিকতা। গৎবাঁধা পরিচিত কয়েকটি জায়গার বদলে একেবারেই তাঁর পরিচিত এবং অপ্রচলিত স্থানের ব্যবহার আমাদের প্রভাবিত করে। যেখানে কবিতা মাত্রা পেয়েছে সর্বাঙ্গীণভাবে। অবশ্য আজ তো একটু প্রেম ও বিরহবোধ—

"জিভের টানেলের সামনে
এখনো জড়িয়ে আছো,
জড়িয়ে আছো রাতের ভাষায়
থানা রোডের সিগন্যালের মতো
... নিভে গেছে করিডোরের
গোপন আলো
সিগারেটের আগুন
বিবস্ত্র উত্তপ্ত ফিলামেন্ট!" [২৮]

এই সব কিছু এবং প্রায় সকল কবিতা নিয়ে সম্রাটের এই উৎসব 'বুকটাকে চৌচির করে/ ড্যাফোডিলের রুপরেখা' দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর কবিতা আমাদের দাঁড় করায় এক অসমান্য উচ্চারণের সামনে। কবিতার নির্মাণে প্রায়শই সাধারণ ঘটনার বিবৃতিতে ঝলকে ওঠে অবিকল্প অসাধারণ বিবৃতি।

আলোচ্য দুই কবি তাঁদের কবিতায় ব্যতিক্রমী কবি সত্তার প্রকাশ দেখিয়েছেন। প্রথমত কবি অনিন্দিতা দেখিয়েছেন স্পর্ধা, প্রতিবাদ, নিজের কথা চেঁচিয়ে বলার সাহস। তা যেন নিজের মধ্যে নিজেকে অনুসন্ধান। হ্যাঁ এটা ঠিক যে ত্রিপুরার কাব্য সাহিত্য বা বাংলা সাহিত্যে এইরূপ নারীবাদী চেতনা আরো অনেকের কবিতাতে রয়েছে তবে অনিন্দিতা নিজ গুনে মিথ্যা যাপন তৈরি করতে পারেননি। নদীর কল কলে জলের মতো স্বচ্ছ করে দিয়েছেন কবিতাকে। প্রশ্ন যদি উঠে সার্থকতার তবে বলতে হয় নিজের কথা ও অনুভূতিকে বুঝতে পারাই সার্থকতা। অপরদিকে কবি সম্রাট একেবারেই অন্য ধারার। প্রেম ও নৈর্ব্যক্তিকতার একটি অসামান্য চিত্র তৈরি করছেন আপন খেয়ালে। যেখানে শৈল্পিক চেতনা নিজের ঘা থেকে তৈরি। প্রেমের চরম পরিচিতি থেকে সৃষ্ট। যা রসদ যোগায় পাঠক মহলে। তবে দুই কবির কথা একত্রে বলতে গেলে বলতে হয় মেদ ও ভিন্নমুখী দৃষ্টি সৃজনে দুজনের মধ্যেই কিছুটা অভাব রয়েছে বটে। আবার এটাও বলা যে, মননশীলতায় দুই কবির লেখা ভিন্নমুখী দৃষ্টিপথ তৈরি করলেও সঙ্গম একই জায়গায় তা হল— বোধ ও তৃপ্তি। যেখানে প্রতিবার পাঠককে নানাভাবে বিচলিত করতে ও ভাবতে বাধ্য করে। এই ধারা ত্রিপুরার সাহিত্য আকাশকে প্রসারিত করবে তা দৃঢ় বাক্যে বলা যায়। সময়ের দাবিতে হয়তো প্রকাশিত হবে তাঁদের কবিসত্তার অনলোকিত আরো নানা অধ্যায়। তবে একথা বলা যায় তাঁদের কবিসত্তা পাঠক হিসেবে আমাদের মনে প্রত্যাশ্যা জাগিয়ে তোলে। হয়তো তাঁদের কবিতার প্রতি সানুরাগ আগ্রহ নিয়ে সমর্পিত হবে আগামী প্রজন্মের পাঠক। তাঁদের কবিতার অবিকল্প নিজস্বতা অক্ষত হবে ত্রিপুরার কাব্যের জগতে। আমরা উন্মুখ হয়ে প্রত্যাশা করবো সেই আগামীর দিকে।

উল্লেখপঞ্জি :

১) চক্রবর্তী, অনিন্দিতা। *ডাল ভাত আমাকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শেখায়,* দিগন্ত প্রকাশনী, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা পৃ: ১৮
২) ঐ, পৃ: ৫৯
৩) ঐ, পৃ: ৩৪
৪) ঐ, পৃ: ১২
৫) ঐ, পৃ: ১২
৬) ঐ, পৃ: ১২
৭) ঐ, পৃ: ৭
৮) ঐ, পৃ: ৭
৯) ঐ, পৃ: ১৬
১০) ঐ, পৃ: ৬১
১১) ঐ, পৃ: ৬২
১২) ঐ, পৃ: ৫৭
১৩) ঐ, পৃ: ৪১
১৪) ঐ, পৃ: ৩৭
১৫) শীল, সমাট। *যতবার উৎসব কেটে গেছে,* দিগন্ত প্রকাশনী, ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা পৃ: ২৯
১৬) ঐ, পৃ: ৯
১৭) ঐ, পৃ: ১৩
১৮) ঐ, পৃ: ১৪
১৯) ঐ, পৃ: ১৯
২০) ঐ, পৃ: ২২
২১) ঐ, পৃ: ২৯
২২) ঐ, পৃ: ৩১
২৩) ঐ, পৃ: ৪৬
২৪) ঐ, পৃ: ৪০
২৫) ঐ, পৃ: ৪৬
২৬) ঐ, পৃ: ৪৬